।। একনজরে মহাভারত ।।

রচয়িতা	মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস
ব্যাসদেবের পিতা-মাতা	পরাশর ও সত্যবতী
পর্ব/অধ্যায়/শ্লোক	অষ্টাদশ পর্ব , ২১১১ অধ্যায় ও ১ লক্ষ শ্লোক ।
পর্বসমূহ	১.আদি, ২.সভা, ৩.বন, ৪.বিরাট, ৫.উদ্যোগ, ৬.ভীষ্ম, ৭.দ্রোণ, ৮.কর্ণ, ৯.শল্য, ১০. সৌপ্তিক, ১১.স্ত্রী, ১২.শান্তি, ১৩.অনুশাসন, ১৪.আশ্বমেধিক, ১৫.আশ্রমবাসিক, ১৬.মৌষল, ১৭.মহাপ্রস্থানিক ও ১৮.স্বর্গারোহণ ।
অপরনাম	ভারতসংহিতা, শতসাহস্রীসংহিতা, কার্ষ্ণবেদ ও পঞ্চমবেদ ।
শ্রেণি	সাহিত্যিক মহাকাব্য । বৃহত্তম মহাকাব্য ।
রচনাকাল	খ্রী.পূ. চতুর্থ শতক থেকে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ ।
রচনার স্তর	১.সৌতি রচনা বা জয় (৮৮০০ শ্লোক), ২. ব্রাহ্মণ্য রচনা বা ভারত (২৪০০০ শ্লোক) এবং ৩. ভিক্ষু ও শ্রমণগণের রচনা বা মহাভারত (১ লক্ষ শ্লোক) ।
রচনার সময়কাল	তিন বছর । 'ত্রিভিবর্ষৈঃ সদোত্থায়ি কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ । / মহাভারত আখ্যানং কৃত...।।'
প্রক্ষিপ্ত পর্ব	শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব ।
প্রক্ষিপ্ত অংশ	হরিবংশ ।
নিন্দিত পর্ব	সৌপ্তিক পর্ব ।
আশ্চর্য পর্ব	হরিবংশ পর্ব ।
ষট্‌সংবাদ	কাহিনি তিনবার বিবৃত । ১. ব্যাসদেব-বৈশম্পায়ন, ২. বৈশম্পায়ন-জনমেজয় ও ৩. সৌতি-শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ ।
বৃহত্তম পর্ব	শান্তিপর্ব [৩৫৬ অধ্যায় / ১৩,৭৩২টি শ্লোক] ।
ক্ষুদ্রতম পর্ব	মহাপ্রস্থানিক পর্ব [৩ অধ্যায় / ১০৯টি শ্লোক] ।
পঞ্চমবেদ	মহাভারত ইতিহাস ও পুরাণ আশ্রিত এক বিচিত্র বিশ্বকোষ । বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশে সমৃদ্ধ এই মহাকাব্যকে তাই পঞ্চমবেদ বলা হয় ।
আখ্যান - উপাখ্যান	জনোজয়ের সর্পযজ্ঞ, কচ-দেবযানী, শর্মিষ্ঠা-যযাতি, সম্বরণের উপাখ্যান, শকুন্তলোপাখ্যান, আরুণি উপাখ্যান, সমুদ্রমন্থন আখ্যান, নলোপাখ্যান, শ্রীবৎস-চিন্তা, সাবিত্রী-সত্যবান, সুন্দ-উপসুন্দ, কার্তিকেয় উপাখ্যান, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র উপাখ্যান, যক্ষোপাখ্যান, রামকথা প্রভৃতি অজস্র উপাখ্যান ।
প্রবাদ-প্রবচন	ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, বিদুরের খুদ, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, কলির ভীম, কৃষ্ণের কলকাঠি, শকুনিমামা, দাতাকর্ণ, সূচ্যগ্র মেদিনী প্রভৃতি ।
মহাভারতের বীজ	ঋগ্বেদের সংবাদসূক্ত, আখ্যানসূক্ত, নারাশংসী ও দানস্তুতি ।
হরিবংশ	মহাভারতের ১৮টি পর্বের অতিরিক্ত ১৬,৩৭৪টি শ্লোকযুক্ত খিল বা পরিশিষ্ট অংশটি হরিবংশ ।
হরিবংশের পর্ব	১. হরিবংশপর্ব (৫৫টি অধ্যায়), ২. বিষ্ণুপর্ব (১২৮টি অধ্যায়), ৩. ভবিষ্যপর্ব (১৩৫টি অধ্যায়) । মোট ৩১৮টি অধ্যায় ।
ব্যাসকূট	ব্যাসদেব রচিত কঠিন ও দ্ব্যর্থক শব্দ ।
ব্যাসদেবের পুত্রগণ	ব্যাসদেব + অম্বিকা = ধৃতরাষ্ট্র, ব্যাসদেব + দাসী = বিদুর এবং ব্যাসদেব + অম্বালিকা = পাণ্ডু ।
ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান	১০১ পুত্র (ধৃতরাষ্ট্র + সৌবলী = যযুৎসু) + ১ কন্যা দুঃশলা ।
কুন্তীর সন্তান	সূর্য+কুন্তী = কর্ণ (কানীন) । ধর্ম+কুন্তী = যুধিষ্ঠির, পবন+কুন্তী = ভীম, ইন্দ্র+কুন্তী = অর্জুন ।

মাদ্রীর সন্তান	অশ্বিনীকুমারদ্বয়+মাদ্রী = নকুল ও সহদেব ।
যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী	দ্রৌপদী ও দেবিকা ।
ভীমের স্ত্রী	হিড়িম্বা, দ্রৌপদী, বলন্ধরা ও কালী ।
অর্জুনের স্ত্রী	দ্রৌপদী, চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রা । উলূপী বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না ।
নকুলের স্ত্রী	দ্রৌপদী ও করেণুমতী (শিশুপালকন্যা)
সহদেবের স্ত্রী	দ্রৌপদী, বিজয়া, ভানুমতী ও জরাসন্ধের কন্যা ।
যুধিষ্ঠিরের পুত্র	যুধিষ্ঠির + দ্রৌপদী = প্রতিবিন্ধ্য , যুধিষ্ঠির + দেবিকা = যৌধেয় ।
ভীমের পুত্র	ভীম + হিড়িম্বা = ঘটোৎকচ, ভীম + দ্রৌপদী = সুতসোম, ভীম + বলন্ধরা = সবর্গ এবং ভীম + কালী = সর্বগত ।
অর্জুনের পুত্র	অর্জুন + দ্রৌপদী = শ্রুতকর্মা, অর্জুন + উলূপী = ইরাবান, অর্জুন + চিত্রাঙ্গদা = বভ্রুবাহন, অর্জুন + সুভদ্রা = অভিমন্যু ।
নকুলের পুত্র	নকুল + দ্রৌপদী = শতানীক, নকুল + করেণুমতী = নিরমিত্র ।
সহদেবের পুত্র	সহদেব + দ্রৌপদী = শ্রুতসেন, সহদেব + বিজয়া = সুহোত্র ।
দ্রৌপদীর পুত্র	প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক এবং শ্রুতসেন । (পঞ্চপাণ্ডব যথাক্রমে)
পাণ্ডবদের ছদ্মনাম	যুধিষ্ঠির = কঙ্ক, ভীম = বল্লব, অর্জুন = বৃহন্নলা, নকুল = গ্রন্থিক, সহদেব = তন্তিপাল ও দ্রৌপদী = সৈরিন্ধ্রী ।
পাণ্ডবদের সাংকেতিক নাম	যুধিষ্ঠির = জয়, ভীম = জয়ন্ত, অর্জুন = বিজয়, নকুল = জয়ৎসেন এবং সহদেব = জয়দ্বল ।
পাণ্ডবদের শঙ্খ	শ্রীকৃষ্ণ = পাঞ্চজন্য, যুধিষ্ঠির = অনন্তবিজয়, ভীম = পৌণ্ড্র, অর্জুন = দেবদত্ত, নকুল = সুঘোষ এবং সহদেব = মণিপুষ্পক ।
পাণ্ডবদের পছন্দের অস্ত্র	যুধিষ্ঠির = বর্শা, ভীম = গদা, অর্জুন = ধনুঃশর, নকুল ও সহদেব = অসি ।
পাণ্ডবদের আয়ুষ্কাল	শ্রীকৃষ্ণ = ১০৭, যুধিষ্ঠির = ১০৯, ভীম = ১০৮, অর্জুন = ১০৭, নকুল ও সহদেব = ১০৬, দ্রৌপদী = ১০০, দুর্যোধন = ৭২, অভিমন্যু = ১৬বছর ।
অর্জুনের দশনাম	অর্জুনঃ ফাল্গুনো জিষ্ণুঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ / বীভৎসুর্বিজয়ঃ কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ।।
ভীষ্মের অন্যনাম	দেবব্রত । ভীষণ প্রতিজ্ঞার ফলে নাম ভীষ্ম ।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা	আজীবন কৌমার্যব্রত পালন এবং রাজ্যভার গ্রহণ না করা ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ	১৮ দিন চলেছিল । তার মধ্যে ভীষ্মই ১০ দিন যুদ্ধ করেছিলেন ।
পাণ্ডবদের পতনের কারণ	দ্রৌপদী = অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত, সহদেব = বুদ্ধির অহংকার, নকুল = সৌন্দর্যের অহংকার, অর্জুন = শক্তির অহংকার, ভীম = অতিভোজন ও সদম্ভ আস্ফালন ।
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ	১১ (কৌরব) + ৭ (পাণ্ডব) = ১৮ অক্ষৌহিণী । ৩৯৩৬৬০০ সৈন্য ।
১ অক্ষৌহিণী	২১৮৭০০ সৈন্য ।
সপ্তরথী	দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি ।
যুদ্ধশেষে জীবিত	পাণ্ডবপক্ষে ৭ জন (পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি), কৌরবপক্ষে ৩ জন (কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা) । মোট ১০ জন ।
অর্জুনের ব্যবহৃত দ্রব্যের নাম	শঙ্খ = দেবদত্ত, মুকুট = কিরীট, ধনুক = গান্ডীব, তূণ = অক্ষয়যুগল, রথ = কপিধ্বজ, সারথি = শ্রীকৃষ্ণ ।
পাণ্ডবদের রাজত্বকাল	৩৬ বছর ।
দ্রৌপদীর অপরনাম	দ্রৌপদী (দ্রুপদকন্যা), পাঞ্চালী (পাঞ্চাল রাজকন্যা), যাজ্ঞসেনী (যজ্ঞোত্থিতা), কৃষ্ণা (কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ) ।
মহাভারতের রস	শান্ত ।

শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু	জরা নামক ব্যাধের শরাঘাতে ।
অর্জুনের মৃত্যু	মোট তিনবার হয়েছে । ১.বকরূপী ধর্মের দ্বারা, ২.স্বপুত্র বভ্রুবাহনের দ্বারা । এই দুবারই পুনর্জীবন লাভ করেছেন ।
যদুবংশ ধ্বংস	মুষলের আঘাতে ।
যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাভাষণ	২ বার । ১.বিরাটপর্বে কঙ্কপরিচয় প্রদান ও ২.দ্রোণপর্বে অশ্বত্থামা হতঃ ।
মহাভারতের শেষ পুরুষ	পরিক্ষিৎ = জনমেজয় = শতানীক = অশ্বমেধদত্ত ।
পঞ্চগ্রাম	পাণিপ্রস্থ, সোনপ্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ ও ভাগপ্রস্থ ।

টীকা

মহাভারতের সম্পূর্ণ গ্রন্থের টীকার চেয়ে আংশিক টীকার প্রাধান্যই বেশী । সম্পূর্ণ গ্রন্থের টীকা খুব কম রচিত হয়েছে । কয়েকটি টীকা গ্রন্থ হল -

টীকাকার	টীকা
দেববোধ (১১শ)	উত্তানদীপিকা / জ্ঞানদীপিকা (প্রাচীনতম) [সমগ্র]
সর্বজ্ঞনারায়ণ (১২শ)	ভারতার্থপ্রকাশ [অপূর্ণাঙ্গ]
বিমলবোধ (১২শ)	বিষমশ্লোকী / দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী [সমগ্র]
চতুর্ভূজ মিশ্র (১৩শ)	ভারতোপায়প্রকাশ [বিরাটপর্ব]
আনন্দপূর্ণ (১৪শ)	জয়কৌমুদী [আদিপর্ব] ও রত্নাবলী [সভা-ভীষ্ম-শান্তি-অনুশাসন]
অর্জুনমিশ্র (১৪ শতকের বাঙালী টীকাকার)	ভারতার্থদীপিকা [বিরাটপর্ব] ও ভারতসংগ্রহদীপিকা [উদ্যোগপর্ব]
নীলকণ্ঠ (১৭শ)	ভারতভাবদীপ [সমগ্র] (প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়)
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (১৯ শতকের বাঙালী টীকাকার)	ভারতকৌমুদী

সমাজজীবনে প্রভাব

ভারতীয় সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে মহাভারতের প্রভাব লক্ষিত হয় । বিদুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য, পাণ্ডবদের সরলতা, দ্রৌপদীর তেজস্বিতা, কর্ণের দানশীলতা এবং সর্বোপরি অধর্মের পরাজয়ে ধর্মের সূচনা সকল ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করে ।

চরিত্র

মহাভারতের চরিত্র বিস্তর । তারমধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের পরিচয় ।

।। একনজরে মহাভারতের চরিত্রমালা ।।

চরিত্র	পরিচয়	বিশেষত্ব
শৌনক	মহর্ষি	নৈমিষারণ্যে সৌতি একেই মহাভারত শোনান ।
সৌতি	লোমহর্ষণের পুত্র	পুরাণ কথক । বৈশম্পয়নের কাছে মহাভারত শোনেন
বৈশম্পায়ন	ব্যাসশিষ্য	জন্মেজয়কে মহাভারত শোনান ।
জন্মেজয়	পরিক্ষিতের পুত্র	পিতৃহত্যার প্রতিশোধে সর্পযজ্ঞ করেন
ব্যাসদেব	পরাশর ও সত্যবতীর পুত্র	মহাভারতকার । ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের পিতা ।
সত্যবতী	শান্তনুর স্ত্রী	ব্যাসদেব [কানীন], বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদের মা ।
মৎসগন্ধা	সত্যবতীর অন্যনাম	মাছের গন্ধ ছিল তাই নাম মৎসগন্ধা ।
শান্তনু	ভীষ্মের পিতা	বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদেরও পিতা ।
গঙ্গা	শান্তনুর প্রথমা স্ত্রী	ভীষ্মের মা ।

শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু	জরা নামক ব্যাধের শরাঘাতে ।
অর্জুনের মৃত্যু	মোট তিনবার হয়েছে । ১.বকরূপী ধর্মের দ্বারা, ২.স্বপুত্র বভ্রুবাহনের দ্বারা । এই দুবারই পুনর্জীবন লাভ করেছেন ।
যদুবংশ ধ্বংস	মুষলের আঘাতে ।
যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাভাষণ	২ বার । ১.বিরাটপর্বে কঙ্কপরিচয় প্রদান ও ২.দ্রোণপর্বে অশ্বত্থামা হতঃ ।
মহাভারতের শেষ পুরুষ	পরিক্ষিৎ = জনমেজয় = শতানীক = অশ্বমেধদত্ত ।
পঞ্চগ্রাম	পানিপ্রস্থ, সোনপ্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ ও ভাগপ্রস্থ ।

টীকা

মহাভারতের সম্পূর্ণ গ্রন্থের টীকার চেয়ে আংশিক টীকার প্রাধান্যই বেশী । সম্পূর্ণ গ্রন্থের টীকা খুব কম রচিত হয়েছে । কয়েকটি টীকা গ্রন্থ হল -

টীকাকার	টীকা
দেববোধ (১১শ)	উত্তানদীপিকা / জ্ঞানদীপিকা (প্রাচীনতম) [সমগ্র]
সর্বজ্ঞনারায়ণ (১২শ)	ভারতার্থপ্রকাশ [অপূর্ণাঙ্গ]
বিমলবোধ (১২শ)	বিষমশ্লোকী / দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী [সমগ্র]
চতুর্ভূজ মিশ্র (১৩শ)	ভারতোপায়প্রকাশ [বিরাটপর্ব]
আনন্দপূর্ণ (১৪শ)	জয়কৌমুদী [আদিপর্ব] ও রত্নাবলী [সভা-ভীষ্ম-শান্তি-অনুশাসন]
অর্জুনমিশ্র (১৪ শতকের বাঙালী টীকাকার)	ভারতার্থদীপিকা [বিরাটপর্ব] ও ভারতসংগ্রহদীপিকা [উদ্যোগপর্ব]
নীলকণ্ঠ (১৭শ)	ভারতভাবদীপ [সমগ্র] (প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়)
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (১৯ শতকের বাঙালী টীকাকার)	ভারতকৌমুদী

মহাভারত অবলম্বনে রচিত কাব্যসমূহের নাম :-

কাব্যের নাম	ভাষা	রচয়িতা	রচনাকাল	সর্গ	বিশেষ
কিরাতার্জুনীয়ম্	সংস্কৃত	ভারবি	৬ষ্ঠ শতক	১৮	১০৩০টি শ্লোক । কিরাতরূপী শিবের নিকটহতে পাশুপতঅস্ত্র লাভের কাহিনি ।
শিশুপালবধম্	সংস্কৃত	মাঘ	৭ম শতক	২০	১৬২৫টি শ্লোক। কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল বধের কাহিনি ।
কীচকবধ	সংস্কৃত	নীতিবর্মা	৮ম শতক	৫	১১৭টি শ্লোক। ভীম কর্তৃক কীচক বধের কাহিনি ।
ভারতমঞ্জরী	সংস্কৃত	ক্ষেমেন্দ্র	১০ম শতক	-	-
নৈষধচরিতম্	সংস্কৃত	শ্রীহর্ষ	১২শ শতক	২২	২৮৩০টি শ্লোক। নল-দময়ন্তী কাহিনি অবলম্বনে রচিত ।
পাণ্ডবচরিত	প্রাকৃত	দেবপ্রভসূরি	১২শ শতক	১৮	জৈনসাহিত্যে এর প্রভাব উল্লেখ্য ।
যুধিষ্ঠিরবিজয়	সংস্কৃত	বাসুদেব	-		
সুভদ্রাহরণম্	সংস্কৃত	নারায়ণ	-	২০	অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণের কাহিনি ।

মহাভারত অবলম্বনে রচিত নাটকসমূহের নাম :-

নাটকের নাম	ভাষা	রচয়িতা	কাল	অঙ্ক	চরিত্র	বিষয়
দূতবাক্যম্	সংস্কৃত	ভাস	১ম শ.	১	কৃষ্ণ, দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র	ব্যায়োগ শ্রেণির রূপক ।
দূতঘটোৎকচম্	সংস্কৃত	ভাস	১ম শ.	১	অর্জুন, কৃষ্ণ, ঘটোৎকচ, দুর্যোধন	উৎসৃষ্টিকাঙ্ক শ্রেণির উপরূপক
কর্ণভারম্	সংস্কৃত	ভাস	১ম শ.	১	কর্ণ, শল্য, ইন্দ্র, দেবদূত	বীররস প্রধান ব্যায়োগ ।
উরুভঙ্গম্	সংস্কৃত	ভাস	১ম শ.	১	কৃষ্ণ, ভীম, দুর্যোধন ।	একমাত্র বিয়োগান্ত নাটক
মধ্যমব্যায়োগম্	সংস্কৃত	ভাস	১ম শ.	১	ভীম, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ ।	ব্যায়োগ শ্রেণির রূপক ।
পঞ্চরাত্রম্	সংস্কৃত	ভাস	১ম শ.	৩	ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন ।	বীররস প্রধান সমবকার ।
বালচরিতম্	সংস্কৃত	ভাস	১ম শ.	৫	শ্রীকৃষ্ণ, কংস ।	নায়িকা বর্জিত বীররস প্রধান
অভিজ্ঞানশকুন্তলম্	সংস্কৃত	কালিদাস	৪র্থ শ.	৭	দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, মাধব্য, কণ্ব	সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক ।
বেণীসংহারম্	সংস্কৃত	ভট্টনারায়ণ	৭-৮ম	৬	দ্রৌপদী, ভীম, দুর্যোধন	বীররস প্রধান ।
বালভারতম্	সংস্কৃত	রাজশেখর	১০ম	২	পাণ্ডব, দুর্যোধন, দুঃশাসন, দ্রৌপদী	অসম্পূর্ণ নাটক । অন্যনাম -প্রচণ্ডপাণ্ডব
সুভদ্রাধনঞ্জয়	সংস্কৃত	কুলশেখরবর্মা	১১শ	৫	অর্জুন, সুভদ্রা ।	-
সমুদ্রমন্থনম্	সংস্কৃত	বৎসরাজ	১২শ	৩	দেবগণ ও অসুরগণ ।	সমবকার ।
রুক্মিণীহরণম্	সংস্কৃত	বৎসরাজ	১২শ	৪	কৃষ্ণ, রুক্মিণী ।	-
ত্রিপুরদাহঃ	সংস্কৃত	বৎসরাজ	১২শ	৪	ত্রিপুরাসুর, শিব ।	ডিম ।
কিরাতার্জুনীয়ম্	সংস্কৃত	বৎসরাজ	১২শ	১	মহাদেব, অর্জুন ।	ব্যায়োগ । ভারবি অনু.
নির্ভয়ভীম	সংস্কৃত	রামচন্দ্রসূরি	১২শ	১	ভীম, বক রাক্ষস ।	ব্যায়োগ । ভীম-বকের

মহাভারত অবলম্বনে রচিত বাংলা সাহিত্য :-

গ্রন্থনাম	শ্রেণি	রচয়িতা	বিশেষ
কাশীদাসী মহাভারত	মহাকাব্য	কাশীরাম দাস	জনপ্রিয় বাংলাসাহিত্য
মহাভারত	গদ্যকাব্য	কালীপ্রসন্ন সিংহ	মূলানুগ অনুবাদ
পাণ্ডব বিজয়	মহাকাব্য	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	মধ্যযুগীয় রচনা
বৃত্রসংহার	কাব্য	হেমচন্দ্র	ইন্দ্রের বৃত্রবধ
শকুন্তলা	গদ্যকাব্য	বিদ্যাসাগর	শকুন্তলা-দুষ্মন্তের কাহিনি
কৃষ্ণচরিত্র	প্রবন্ধ	বঙ্কিমচন্দ্র	কৃষ্ণের চরিত্রমূলক আলোচনা
বীরাঙ্গনা	মহাকাব্য	মধুসূদন দত্ত	নীলধ্বজ-জনার কাহিনি
শর্মিষ্ঠা	নাটক	মধুসূদন দত্ত	শর্মিষ্ঠা-যযাতির গল্প
বিদায়-অভিশাপ	নাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কচ ও দেবযানীর গল্প
কর্ণকুন্তীসংবাদ	নাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কর্ণ ও কুন্তীর কথোপকথন

সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রাদেশিক সাহিত্য এমনকি বৈদেশিক সাহিত্যেও মহাভারতের প্রভাব বলে শেষ করা যায় না। সম্প্রতিকালেও মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে বহু গ্রন্থ রচিত হচ্ছে। এমনকি চলচ্চিত্রেও এর অবাধ পদসঞ্চার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতের আত্মার মর্মবাণীই মহাভারত-

"যথা সমুদ্রো ভগবান্ যথা মেরুর্মহাগিরিঃ।
উভৌ খ্যাতৌ মহানিধি তথা ভারতমুচ্যতে।।"